‘একটি নমস্কারে প্রভু’

মহুয়া মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতে নৃত্যকলা গর্বের সঙ্গে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে, শাস্ত্রীয় নৃত্য হিসেবে একে একে চিহ্নিত হয়েছে তার পথিকৃৎ হলেন রবীন্দ্রনাথ। নৃত্যের মুক্তি আনলেন তিনি - ব্রাত্য পরিচয় থেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন নৃত্যকলাকে সারস্বত সমাজে, ভারতবর্ষে প্রথম শিক্ষায়তন ১৯০১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথকে দেখেই উদ্বুদ্ধ হয়ে কেরালার কবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘ কেরালা কলামণ্ডলম’। যেখানে কোলার গ্রামীন নৃত্যকলাগুলি শিক্ষায়তনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। মাদ্রাজে ক্মিনী দেবী অন্ড্রে ১৯৩৬ সালে নৃত্য শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করলেন, ১৯৩৮ সালে যেটির নামকরণ হয় ‘কলাক্ষেত্র’। এখানেও দক্ষিণের গ্রামীন নৃত্য ধারাগুলি একে একে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় এবং কালক্রমে ক্মিনীদেবী অন্ড্রে নামাঙ্কিত ‘ভরতনাট্যম’ নৃত্যটি পল্লবায়িত হয়ে বহির্ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বটবৃক্ষের মত। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথই হচ্ছেন সকলেরই প্রেরণা সূত্র। যার ফলস্বরূপ কলাক্ষেত্রে মঞ্চের বাইরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি স্থাপিত। অর্থাৎ বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ আনলেন নৃত্যের মুক্তি এবং সেই পথ ধরেই নৃত্য শঙ্করের উদয় হল, এলেন ‘উদয়শংকর’।

আজকের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত যে ‘ভরতনাট্যম’ নৃত্য সেই ভরতনাট্যম এবংউদয়শঙ্করের নৃত্যধারার পেছনে প্রত্যক্ষ অবদান আছে বিদেশী নৃত্য শিল্পী আনা পাভলোভার। ক্মিনীদেবী অন্ড্রে এবং উদয়শঙ্কর দু’জনেই প্রথম জীবনে পাশ্চাত্ত্য ব্যালে নৃত্য করতেন। আনা পাভলোভারই উৎসাহে ও পরামর্শে দু’জনেই নিজের দেশের সংস্কৃতি চর্চার মনোবিবেশ করেন। এ সম্পর্কে উদয়শঙ্করের বক্তব্য - ‘ একদিন আমি পাভলোভাকে বললাম আমায় তার ক্লাসিক্যাল ব্যালে শিখিয়ে দিতে- আবেদন শুনে সে বিস্মিত হল শান্তস্বরে বলল আমাদের এই নাচ তোমার কখনোই শেখা উচিত নয়। ..... তোমার এমন একটি দল নিয়ে আসা উচিত যারা আমাদের এই পাশ্চাত্য জগতে অপরিচিত মনোরম ভারতীয় নৃত্য - গীতাদি পরিবেশন করবে - আর ভবিষ্যতের জন্যেও তোমার ঐ কাজটাকেই কর্তব্য মনে করা উচিত। তার কথা শুনে আমি হতবাক। এই আর একজন ব্যক্তি যে আমার জীবনে একটি বিশেষ ভূমিকা রাখলো - এবং তার সেই উপদেশ আমি সেদিন থেকে শেষ অবধি পালন করেছি।’ ঠিক একই ভাবে লন্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্ট-এর অধ্যক্ষ স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইন উদয়শঙ্করকে ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রকলার শিল্পী হতে মানা করেন, তাঁকে ভারতীয় চিত্রশিল্প চর্চায় মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেন। এ সম্পর্কে উদয়শঙ্করের বক্তব্য - ‘এই আমার প্রথম উপলব্ধি হল শিল্পে, কৃষ্টিতে কী অতুল ঐশর্য আমাদের দেশে রয়েছে এবং উপলব্ধির জন্য আমি স্যার উইলিয়ম রদেনস্টাইনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।’ তিনি বলেছেন - ‘আমার দেশ আবার নতুন উন্মাদনা দিল।’

পাভলোভার কাছে উদয়শঙ্কর শিখেছিলেন অনেক কিছুই, দু’বছর তার দলের শিল্পী হিসেবে যুক্ত ছিলেন সেই সুবাদে। দল চালনা করতে হলে কী পরিমাণে পরিশ্রম করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা হয়েছিল। সংগঠনকে কিভাবে চালনা করতে হয়, নিয়মানুবর্তিতা, পারফেকশন্, সবচয়ে যেটা শিখেছিলেন সেটা হল শোম্যানশিপ। কোনও জিনিস কিভাবে উপস্থিত করতে হবে ইত্যাদি। এ সম্পর্কে উদয়শঙ্করের উক্তি, ‘আমার সার্থকতার সূত্র কি তাতো আপনারাই বলবেন; তবে আমার মনে

হয় শোম্যানশিপ আমার সার্থকতার অন্যতম সূত্র। এর আগে এদেশে ওটা ছিল না, অমি তো প্রথম যা কিছু করেছি বা শিখেছি সবই পাশ্চাত্ত্য, তাই শোম্যানশিপটা অর্থাৎ ওদেশের বিশেষ গুণটা, আমি সহজেই আয়ত্তে আনতে পেরেছিল াম।'

উদয়শঙ্করের আদি নিবাস যশোহরের কালিয়া গ্রাম। বাবার নাম পন্ডিত শ্যামশঙ্কর রায়চৌধুরী এবং মায়ের নাম হেমাঙ্গিনী দেবী। আসল পদবী 'চট্টোপাধ্যায়'। শংকর নামের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, উপাধি ছিল 'হরচৌধুরী'। প্রথমদিকে উদয়শঙ্কর 'হর' বাদ দিয়ে উদয়শঙ্কর চৌধুরী লিখতেন। উদয়শঙ্কররা পাঁচভাই- উদয়শঙ্কর, ভূপেন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর ও রবিশঙ্কর। জীবনের প্রথম দশবছর তাঁর উদয়পুরেই কেটেছে। তারপর বেনারসে হিন্দুস্কুলে পড়েছেন। কিন্তু পড়াশোনার থেকেও ছবি আঁকতেই বেশি ভালো লাগতো তাই তাঁর বাবা তাঁকে বোম্বেতে জে জে স্কুল অব আর্টস -এ ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বাড়িতে নাচের বিশেষ কোনও পরিবেশ ছিল না, তবে গান বাজনার আবহাওয়া ছিল। উদয়শঙ্করের কোন বোন ছিল না। উদয়শঙ্কর বলেছেন 'তাই আমার মা আমার যখন বছর তিনেক বয়স তখন শাড়ি পরিয়ে গানের সঙ্গে ন াচতেন। ছোটবেলাতে কিন্তু নাচ দেখতে ভালো লাগতো। বাড়ির একটু দূরে মুচি, ডোমেদের আড্ডাতে লুকিয়ে নাচ দেখতে যেতাম।' অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই নৃত্যের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়।

বিদেশে দু'বছর পাভলোভার দলে নাচ করার পর পাভলোভা এবং রদেনস্টাইনের প্রেরণাতেই ভারতবর্ষে ফিরে এসে পুরো এক বছর ধরে শুধু ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশীয় মহারাজাদের অতিথি হয়ে এবং অতুলনীয় শিল্প ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন। দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির মসজিদ, শিল্প, স্থাপত্য, গুহা, ভাস্কর্য চিত্র, নৃত্য দেখে তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল এইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই ত্রিবান্দ্রাম রাজসভাতে কথাকলির বিশিষ্ট শিল্পী শংকরণ নম্বুদ্রির সঙ্গে পরিচয় হয়। ওনাকে পরবর্তী কালে ১৯৩৯ সালে যখন আলমোড়া শিক্ষা কেন্দ্র খোল া হয় তখন সেখানে নিয়ে আসেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষকদের সেখানে জড়ো করে ছিলেন। যেমন মণিপুরী নৃত্যে গু আমুবী সিং, কান্দাপ্পা পিল্লাই প্রমুখ। অর্থাৎ সেই সময় যে যে নৃত্যগুলি শাস্ত্রীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করে ম াত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সেই নৃত্যগুলি জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সত্তর আশির দশকে তিনি বলেছেন- 'এই সময়েই কেরালাতে প্রথম কথাকলি নাচ দেখি। অবাক হয়ে দেখলাম যে আমার তৈরী পদবিক্ষেপ সেই নাচেরও অঙ্গ । ব্যাপারটা খুবই কৌতুহলের। বরোদাতে দেখেছিলাম ভরতনাট্যম প্রাচীন ঢঙের সেই আদি রীতিতে, তেমনটা এখন আর বালা সরস্বতী ছাড়া আর কারও মধ্যে দেখা যায় না। মহারাজ আমাদের নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করলেন, দু'বোন নাচবে। পূজা দেবার্চনা করছে- শুদ্ধ হয়ে রয়েছে'। তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কথাকলি দেখার আগেই নিজস্ব ঢংয়ে যে নাচ তৈরী করে নাচতেন - তাঁর রচিত সেই পদবিক্ষেপের বহু মিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলমোড়া কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪৪ সালে। বহু কারণে তার মধ্যে যুদ্ধ একটি বিশেষ কারণ। তিনি এসম্পর্কে বলেছেন- 'তাছাড়া যাদের নাচ শেখাতাম কিছুদিন বাদেই তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করে মাথায় পা দিয়ে চলতে চায়, সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। অনেকে বলেন এটা প্র্যাকটিকাল বুদ্ধির অভাব - হতে পারে। এইসব নানা করণেই বাধ্য হয়ে আলমোড়া বন্ধ করেছিলাম।'

উদয়শঙ্করের নৃত্য সম্পর্কে অমিতাভ চৌধুরীর লেখা - হতে চেয়েছিলেন চিত্রশিল্পী হয়ে গেলেন নৃত্যশিল্পী। ভাগ্যিস উদয়শঙ্কর তাই হয়েছিলেন নইলে ভারতীয় নৃত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী সারা পৃথিবীতে আর কে এমন ওড়াত। ..... স্বীকার করা ভালো উদয়শঙ্কর নিজে খুব বড় একজন নাচিয়ে নন। অঙ্গ সজ্জা এবং অঙ্গভঙ্গীই তাঁর নৃত্যে প্রাধান্য পেয়েছে, তুলন ায় পায়ের কাজ কম ও দুর্বল। কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর ভারত নৃত্যে তিনি পারদর্শিতাও দেখাননি। আমুবী সিং, শম্ভু মহারাজ শংকরম নম্বুদ্রি, কুঞ্জ কুরূপ, গোপীনাথ প্রমুখ নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে অনেক বেশি কুশলী; কিন্তু সব মিলিয়ে উদয়শঙ্কর উদয়শঙ্করই। সামগ্রিক বিচারে তিনি অনন্য। উদয়শঙ্করের কৃতিত্ব ভারতীয় নৃত্যের পুনর্জ্জীবনে।'

নিজের নৃত্য সম্পর্কে উদয়শঙ্কর নিজেই মত প্রকাশ করে গেছেন - 'আমার অভিনবত্ব (অপরাধ নেবেন না) ছিল সম্পূর্ণ ভ

াবেই নতুন আঙ্গিক সৃষ্টির ব্যাপারে। সেটা আমার পূর্বসূরী প্রাচীনপন্থীদের থেকে কম গুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে সৌন্দর্য পিপাসার তাৎক্ষণিকের পরিতৃপ্তির চেয়ে জীবনে অনেক বেশি পাবার আছে। আমার ধারণা শুধু সেই জন্যই আমার নৃত্য ৠজনীন আবেদনের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে - যদিও এটা একেবারেই ভারতীয় - প াশ্চাত্যের কোনও প্রভাবই তার ওপর নেই।'

উদয়শঙ্করের অসাধারণ নৃত্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর সহযোগী শিল্পী বিষ্ণুদাস শিরালীর মন্তব্য অতি মনোগ্রাহী - 'উদয়শঙ্করের অসাধারণ নৃত্য পরিকল্পনার কথা বলতে গেলে; প্যারিসের ১৯৩০-৩১ সালের দিনগুলির মধ্যে ফিরে যেতে হবে। সেই সময় তিনি অত্যন্ত সহজ অথচ সংবেগপূর্ণ একটি নৃত্যপরিকল্পনা করে ছিলেন - 'তান্ডব নৃত্য, একক নৃত্য পরিকল্পনা ছিল 'ইন্দ্র'। পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেছিলেন 'নৃত্যদ্বন্দ্ব' - তাতে নয়টি রসের এবং আঙ্গিক, মুভমেন্ট ও শিল্পকর্ম ছিল, এক কথায় তা ছিল অনন্য। উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যগু শংকরণ নম্বুদ্রির আশীর্বাদে সিঞ্চিত হয়ে নিজের চিত্ত এবং ধ্যানের প্রেরণায় সৃষ্টি করেছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় একক নৃত্য 'কার্তিকেয়'। অলমোড়া কেন্দ্রে অবস্থানকালে সৃষ্ট অসাধারণ পরিকল্পনা ও মৌলিককেন্দ্রে উদ্দেশ্যমূলক ব্যালে 'শ্রম' এবং যন্ত্র এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ 'রিদম্ অফ ল াইফ' ও পৌরাণিকভাবে সৃষ্টি 'কিরাত অর্জুন'- এসবই ব্যালে রচনা ও পরিকল্পনার চূড়ান্ত উৎকর্ষতার পরিচায়ক। উদয়শঙ্করের আর একটি অসাধারণ প্রযোজনা হচ্ছে ছায়ানৃত্য রামলীলা'। এটি আলমোড়া উপত্যকার তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ পরিবেষ্টিত পরিবেশে কুমায়ুনের পঁচিশ হাজার গ্রামবাসীর সামনে উন্মুক্ত আকাশের তলাতে পরিবেশিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে বোম্বাইতে ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে এই ছায়া নৃত্যের পুনরানুষ্ঠান হয়। এ সবই গত অর্ধ শতাব্দী ধরে ভারতীয় নৃত্য জগতে উদয়শঙ্করের অন্যতম স্মরণীয় অবদান। উদয়শঙ্কর সুনির্দিষ্ট কোনও একটি ধারা গভীরভাবে অনুধ াবন করে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তিনি তাঁর সৃষ্টির রূপায়ণের মধ্যে সবসময়ই বৈচিত্র্য এনেছেন। উদয়শঙ্করের আকর্ষণ ছিল নৃত্য শিল্পের প্রতি। তিনি রূপস্রষ্টা ছিলেন কিন্তু তাতে দৃষ্টি ছিল চিত্রশিল্পীর। ভারতীয় নৃত্যের প্রথাগত কে ানও চিরাচরিত ধারাকে তিনি আঁকড়ে ধরেননি। এসম্পর্কে শ্রী দাশশর্মা বলেছেন - শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রয়োজনবোধে তিনি প্র াচীন ভারতীয় নৃত্যের অনেক জটিল জিনিস বর্জন করেছেন আবার পাশ্চাত্য নৃত্যের অনেক কিছু তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এসম্পর্কে ত্মন্দ্র ত্রন্দ্ধঢ়্র এবং ত্মনন্ধন্তস্তু ত্তব্দবন্দ্বন্তু তাঁদের ঢস্তুন্ত্রু ড্ডব্রুন্তুন্দ্বব্দ - বড়ন্দ্বনজ্ঞ ড্রনব্দব্ধপ্সজ্ঞন্তু ত্রুস্তু গুজ্ঞপ্সভ্রব্ধড় বইতে লিখেছেন- 'তার নৃত্য যদিও মূলত ভারতীয় - এটি বহুপ্রভাব সমন্বিত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ছাঁচে সৃষ্টি।'

উদয়শঙ্করকে কেন্দ্র করে ভারতীয় নৃত্যে এক নতুন পদ্ধতির সৃষ্টি হলো। সংকরপদ্ধতির অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বহু নৃত্যশিল্পী প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে - শান্তিবর্ধন, শচীনশংকর, কামেশ্বর, জোহরা সেগাল, নরেন্দ্র শর্মা দেবেন্দ্রশংকর, উদয়শংকরের পত্নী অমলাশংকরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানের প্রখ্যাত ওড়িশিনৃত্য গু কেলুচরণ মহাপাত্রের ওপরও উদয়শংকর নৃত্য ধারার পরোক্ষ প্রভাব প্রবল যা তাঁকে ওড়িশি নৃত্যশৈলী প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে। শ্রীকেলুচরণ মহাপাত্র শ্রীযুক্ত দয়াল শরণের কাছে নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। দয়ালশরণ উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত আলমোড়ার ইন্ডিয়া কালচারাল সেন্টারের ছাত্র। তিনি ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, মণিপুরী এবং উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত ধারায় নৃত্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শ্রীকেলুচরণ বলছেন 'আমি দয়াল শরণের কাছে পথ দেখতে প াই। তিনি আমার শারীরিক ব্যায়ামের পথ দেখিয়ে এবং মুদ্রার প্রয়োগে শিক্ষিত ব্যবহারে শিক্ষিত করেন। তিনি আমাকে শাস্ত্রানুসারে মুদ্রার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরিত শারিরীক ভঙ্গিমায় কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা শেখান। তিনি আমার সামনে সৃজনশীলতার দ্বার খুলে দেন এরপর আর আমাকে পেছনে তাকাতে হয়নি।'

উদয়শঙ্কর রাগের অসীম প্রকাশকে মুক্তি দিয়েছেন - ছন্দোময় দেহের লীলায়িত ব্যাপ্তিতে তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর বিখ্যাত ' ন্ত্রপ্স্নত্তজ্ঞত্রুস্তু ত্তন্তুড়ন্দ্বজ্ঞন্তু ' নৃত্যনাট্যে। প্রয়োগ বৈচিত্র্যের অপূর্বস্বাক্ষর পাওয়া যায় 'সামান্য ক্ষতি' নৃত্যনাট্যে। উদয়শঙ্কর যে একজন প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন তাই নয় ভারতীয় শিল্পের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধ

াবোধ, যেটি জেগেছিল দুই বিদেশী কালজয়ী শিল্পীর জন্য - রদেনস্টাইন এবং আনা পাভলোভা। ভারতীয় শিল্পের অ াত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে তাঁর সাহস ছিল অপরিসীম। এ সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠ খুড়তুতো বোনের উক্তি থেকে ব্যাপারটির পরিষ্কার চিত্র মনে পড়ে লন্ডনে এক হলে আমাদের তিনদিন শো ছিল। শেষ দিনে, যেমনি না শো শেষ হল, অমনি হলের কর্মকর্তারা 'গড সেভ দি কিং' শু করে দিলেন, হলের সমস্ত দর্শক তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। দাদা ছিলেন গ্রীনমে, তখনও স াজপোশাক ছাড়েননি। হাতে ছিল তলোয়ার। সেই অবস্থাতেই লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং স্টেজের মাইকের ওপর তলে ায়ার দিয়ে আঘাত করলেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। গান বন্ধ হয়ে গেল। দাদার এই দুর্জয় সাহস দেখে আমরা যত বা ভয় পেয়েছিলাম, ততবা আনন্দ অনুভব করে ছিলাম। আর সত্যিই তো এটা তো ওদেশী কোন শো নয়। এটা ছিল অ ামাদের শো ভারতীয় সংগীত ও নৃত্যের ভাবগম্ভীর ধবনি মাধুর্য যে রেশ রেখে যায়, তাকে ঐ বিলিতী সংগীতের বিশ্রি চিৎকার দিয়ে ভাঙবার কি অধিকার আছে ওদেশী ম্যানেজারের'?

উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যে প্রথম অর্কেস্ট্রার প্রয়োগ ঘটান। এই অর্কেস্ট্রেশনের প্রথম সূত্রপাত ঘটান শ্রী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর পরিবারের শিল্পীদের নিয়ে আলাউদ্দীন খাঁর মাইহার ব্যান্ডের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে 'ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রা' শু করেন। উদয়শঙ্কর সেটি কাজে লাগান তাঁর নৃত্য নির্মিতিতে। তিনি সারা বিশ্বজুড়ে ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে নৃত্য পরিবেশন করে গেছেন। শিল্পসাধনার বিকাশে শ্রীউদয়শঙ্কর যেন যুগ থেকে যুগে। নানা প্রতিকুলতার মাঝে বিপর্যস্ত থেকেও তিনি পরিকল্পনা করলেন অদ্ভুত অপূর্ব 'শংকরস্কোপ'। এই শংকরস্কোপ নিয়ে উদয়শঙ্করের বত্তব্য- 'ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। ফিল্ম স্টেজ, ম্যাজিক ইত্যাদি সব মিলিয়ে একটা সিনক্রোনাইজ্‌ড প্রোগ্রাম। যেক দেশে এই ধরণের 'শো' চলে। দেখা যাক, এটাও একটা নতুন ধরণের চেষ্টা।' উদয়শঙ্করের নৃত্যডালিকে সুরমাধুর্যে পরিমূর্ণ করে তোলার পেছনে গু আলাউদ্দীন খাঁনের অবদান অপরিসীম। আর আছেন একজন বিদেশী মহিলা এ্যালিস বোনারের অবদান। এর স ম্পর্কে উদয়শঙ্কর বলেছেন- 'আমি এর কাছে এতভাবে ঋণী যে বলে বোঝানো যাবে না। মানুষ নন, স্বর্গের দেবী।' এছাড়া অছেন দুজন ইম্প্রেসারিও- শ্রী হরেন ঘোষ যিনি কলকাতায় উদয়শঙ্করের প্রথম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। অর বিদেশে স ালহিউরোকো। হরেন ঘোষের অবদান সম্পর্কে উদয়শঙ্করের বোন দলে নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী কনকলতা ঘোষালের বত্তব্য- 'আজ বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে দাদাকে চিনিয়েছে.... যে জহুরী প্রথম দর্শনেই জহর চিনেছিলেন তিনি ছিলেন স্ বর্গীয় হরেন ঘোষ।' সলহিউরোকোর সঙ্গে পরিচয় হছেছিল পাভলোভার দলে নাচতে এসেছিলেন, তখন তাঁর অনুরোধে শ্রীশঙ্কর পাভলোভার দলের জন্য দুটি ভারতীয় বত্তব্যের ওপর ব্যালে তৈরী করে দেন। এরজন্য ঐ দলের ৬০ জন ছেলেমেয়েকে তিনি তিন মাস ধরে রিহার্সাল করিয়াছিলেন। ব্যালে দুটির নাম 'রাধাকৃষ্ণ' ও 'ভারতীয় বিবাহ'। রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে উদয়শঙ্কর কৃষ্ণ হতেন এবং পাভলোভা হতেন রাধা। তিনি তখন পর্যন্ত কোন বিশেষ নৃত্যধারা শেখেননি। বাস্তবে দেখা- কল্পনা- ভারতীয় চিত্রের পোশাক ইত্যাদি লাগিয়ে একটি রূপ তৈরী করেছিলেন। 'ভারতীয় বিবাহ' ব্যালেটি নির্মাণ সম্পর্কে উদয়শঙ্কর বলেছেন - 'তা ভারতীয় বিয়ে তো কম দেখিনি। বাঙালী বিয়ে। রাজস্থানী বিয়ে আরও কত। সব মিলিয়ে এটি তৈরী করেছিলাম।'

শুধু নৃত্যকলা বা চিত্রকলাই নয়, চলচিচত্রটি মুক্তি পায় ১৯৪৮ সালে। 'কল্পনা' সম্পর্কে শ্রীসত্যজিত রায়ের মন্তব্য বিশেষ গুত্বপূর্ণ- ' মনে আছে 'কল্পনা' ছবি দেখলাম সবশুদ্ধ এগারো বার ছবির শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলি (এর প্রত্যেকটিই - নৃত্য সম্পর্কিত) পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ হয়ত আজও আমার মনে রয়ে গেছে; 'কল্পনা'- কদর আমাদের দেশে সত্যই ক'জন করেছেন? আম ার বিশ্বাস এছবির শ্রেষ্ঠ মহূর্তগুলির সম্পূর্ণ রসগ্রহণের জন্য কেবলমাত্র সংগীত বোধ বা নৃত্যনুরাগই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে প্রয়োজন চলচিচত্রের সমঝদারির, সে সমঝদারি ক'জন দাবী করতে পারেন, সেটাই আমার প্রশ্ন।

তবু বলব, সৎ শিল্পে কদর একদিন না একদিন হবেই। এ বিশ্বাস আমার আছে। যখন হবে তখন চলচিচত্র শিল্পে উদয়শঙ্করের অমূল্য অবদান যে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।'

উদয়শঙ্কর- একটি বিশ্ববিশ্রুত নাম। বারবার উচ্চারিত ও আলোচিত হয়েছে এ নামটি উপেক্ষিত- পরাধীন ভারতের শিল্পী হিসেবে। স্বদেশের নৃত্যকলাকে পাশ্চাত্ত্য দেশের সামনে তুলে ধরবার জন্য উদয়শঙ্কর তাঁর দল নিয়ে ইউরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। ভারতীয় নৃত্যের তালে তালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন মঞ্চ ও কনসার্ট হল সেদিন স্পন্দিত ও মুখরিত হয়েছে ইউরোপের যে সমস্ত রঙ্গশালা ও কর্নসাট হলের দরজা কৃষ্ণাঙ্গ জাতির কাছে অবদ্ধ ছিল সেখানে সেদিন জগৎসভায় নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতদ্‌সত্তেও এই সংগ্রামী দৃঢ়চেতা, সৃজনশীল শিল্পীকে দেশের লোকের বিরূপ সমালোচনা, বক্রোক্তি ব্যাঙ্গোক্তি- ও সহ্য করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে প্রেরিত তাঁর চিঠির একখানি অংশ "মাতৃভূমি ছেড়ে যাবার প্রাক্‌কালে আমি বহু বিরূপ-অস্বস্থ্যকর বক্তব্য শুনেছি তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিকদের কাছ থেকে"।

ভারতীয় নৃত্যের পুনর্জ্জীনের পথিকৃত রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী উদয়শঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ উদয়শঙ্করকে লিখেছিলেন - " তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী করে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা করে রেখেছে জয়মাল্য নয়- আশীর্বাদপুত বরণ মাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে তুমি তা গ্রহণ করো।

নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ-কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণ মাত্র নয়। মানব সমাজে নৃত্য সেখানেই বেগবাণ, গতিশীল, সেখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বির্জ আছে। ..... পৌষের দুর্গতি যেখানে ঘটে সেখানে নৃত্য অন্তর্ধান করে, কিংবা বিলাস ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাঈজীর নাচ। এই পণ্যজীবনি নৃত্যকলাকে তার দুর্বলতা থেকে উদ্ধার করো। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণ শক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও সফলতায় সমুৎসুক করে তোলে, তোমার নৃত্যে ম্লান প্রাণ দেশের সেই বসন্তের বাতাস জাগুক। তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক। এই কামনা করি। ইতি --

রবীন্দ্রনাথ

উদয়শঙ্কর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি চারণায় লিখেছেন -- " এই এক মহান পুষের প্রভাব এল আমার জীবনে।"

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com